একটি সন্দেশ ও কিছু কথা

সন্দেশ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক জেলার সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছেন গত মাসের শুরুতে।

ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, "...যে সমস্ত ভূমি মালিকগন তাদের জমি অনাবাদী/পতিত ফেলে রাখছেন বা রেখেছেন তাদের জমি ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত আইনের ৯২ ধারা মোতাবেক ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

অর্থাৎ কেউ যদি তার কৃষিজমিতে চাষাবাদ না করেন তাহলে সেই জমি সরকার নিয়ে নেবে।

একই ধরণের একটি 'গণবিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করেছেন পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকও।]

কিছু কথা

দেশে করোনার বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ভুত সাম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় আমাদের কৃষির উপর জোড় দিতে হবে এবং "দেশীয় পণ্য কিনে হও ধন্য" স্লোগানটি ধারন করে বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন মাঠ পর্যায়ের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন, তখন এই বিষয়ে ওনার অবস্থান থেকে কিছু গাইডলাইন দিয়েছেন। পরবর্তিতে, পটুয়াখালী এবং কুষ্টিয়ার দু'জন জেলা প্রশাসক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সেই গাইডলাইনের দোহাই দিয়ে ভূমি অধিগ্রহনের বিষয়ে ১৯৫০ সালের একটি আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রজ্ঞাপনটি জারী করেন।

যে সময়ে তিনি ডিক্রী জাড়ি করলেন সেই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন দেশের করোনা মহামারী এবং করোনা পরবর্তি পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য, সর্বশক্তি দিয়ে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মহামারী রোধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে; সকল সরকারী বেসরকারী অফিসে ছুটি চলছে; সেই সময়ে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো খোলা থাকলেও তাদের ব্যস্ত থাকবার কথা করোনা এবং ত্রান নিয়েই। এই সময়ে তারা আইনের ব্যাখ্যাদাতা "বিচার বিভাগ" বা আইন প্রনয়নের দায়ীত্বে থাকা "সংসদ" কিংবা "নির্বাহী বিভাগ"কেও পাশ কাটিয়ে এতো বড় একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ডিক্রী কেন জারী করলেন সেটা অবশ্যই তলিয়ে দেখা প্রয়োজনীয়। এখানে আমার একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলি।

সালটি যতটুকু মনে পরে ২০১০ সাল। আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করেছে বছর খানেক আগে। আমি যুক্তরাজ্যে গিয়েছি। একটি টেলিভিশন চ্যানেল আমাকে আলোচনা অনুষ্ঠানে ডাকলো। আলোচনার মাঝে ফোন করে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। বহু ফোন কল এবং প্রায় বেশীরভাগ প্রশ্নই, আওয়ামীলীগ সরকার নাকি প্রবাসীদের জমি খাস করে নেবার আইন পাশ করেছে। আমি কিছুটা হতভম্ব। কারণ, এধরনের কোন কথাবার্তাও আমি সরকারের সাথে বা সরকারি দলের সাথে সম্পৃক্ত কারো কাছে শুনিনি। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যে আইনটি করেছিলেন, ১০০ বিঘার উপরে যাদের জমি আছে, তাদের সেই অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন করবে, সেই আইনটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার কারণে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহন আইনটি সম্পর্কে কিছু জানা ছিল, আমি সেভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমি সঞ্চালককে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ধরনের বিভ্রান্তিকর গুজব প্রবাসীদের মাঝে কারা ছড়াচ্ছে। জানলাম, যারা যুক্তরাজ্যে বসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নতুন ইতিহাস লিখছে সেই একই চক্র এই গুজবের পেছনের কারিগর। বুঝলাম, কারিগর বেশ ভালই গুজব তৈরীর কারখানা খুলে বসেছে।

১৯৫০ সালের যে আইনের ধারা বলে ডিসি সাহেব দু'জন এই বিজ্ঞপ্তি জাড়ি করেছেন সেই একই ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ভূমি বন্দোবস্ত দেবার আইনও আছে, সেই আইনে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সংশোধনী আনেন, এরপর আরও কিছু সংশোধনী এসেছে। সর্বশেষ সংশোধনী এসেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরেই ১৯৯৮ সালে। কিন্তু দু'একজন ভূমিহীন মানুষ ডিসি অফিসে যেয়ে দেখুক এধরনের কোন বন্দোবস্ত নেয়াটা কতটা দুঃসাধ্য কাজ। তাহলে নতুন

অধিগ্রণকৃত জমি গুলো দিয়ে কি করা হবে? ভূমিহীনদের মাঝে বিতরন, সরকারী সহযোগীতায় সমবায় খামার প্রকল্প গড়ে তোলা ইত্যাদি আরও বহু কিছুই হতে পারে। যেটা একটা সমন্বীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

তার সাথে যোগ করতে হবে, যে ডিক্রী ডিসি সাহেব দু'জন জাড়ি করলেন সেটা বাস্তবায়নে ডিসি সাহেব তো নিজে যাবেন না মাঠে। তার অধিনস্থ বিভিন্ন মানুষ যেয়ে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসবে লাল পতাকা। জমির মালিককে এই জমিটুকু ঘাসের জন্য তার বর্গাচাষীর গরুর ঘাসের জন্যই প্রয়োজন। সেই এক বিঘা (হয়তো) জমির মালিককে বহুদূর থেকে আসতে হবে ডিসি সাহেবের দূয়ারে ধন্যা দেবার জন্য। তার সাথে যোগ হবে, আইনের অপব্যবহারে স্বার্থান্বেষী মহলের সুযোগ সন্ধ্যানী উদ্যোগ। জেলা প্রশাসকের প্রায় দুই শতাধিক দায়ীত্ব পালনে সকল জেলা প্রশাসক কতটুকু পারঙ্গম সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে, তারা যদি আজ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে এতো বড় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তবে সততা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, নীতি-নৈতিকতা শব্দ গুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

একটি ঘটনা অনেকেরই মনে থাকবার কথা। বেশীদিন আগের কথা নয়, করোনার লকডাউনের শুরুর দিকের কথা, সেই যে এক মহিলা এসি ল্যান্ড, যিনি একজন বয়স্ক মানুষকে কানে ধরে ওঠাবসা করিয়েছিলেন, সেই গল্পের কথা স্মরণে আছে কি সবার। দেশের প্রায় সকলেই ফুঁসে উঠেছিল ঐ ঘটনায়। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অতি উৎসাহী পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়াগত ভুলের কারণে এবং তাদেরকে দেয়া "স্বদিচ্ছা, সরলবিশ্বাস ও সুবিবেচনা প্রসূত" ধারার ফাঁক গলিয়ে ভবিষ্যতে একেক যায়গায় একেক রকম আইনের রাজত্ব কায়েম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের দুর্ভোগ কমাবার লক্ষ নিয়ে যখন কাজ করছেন, খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্নতা শুধু শেষ কথা নয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে বঙ্গবন্ধুর দেখিয়ে যাওয়া পথে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন, সেই সময়ে এই ধরনের পদক্ষেপ গুলোর ফাঁক গলিয়ে, মানুষের দুর্ভোগকে পুঁজি করতে, কোন চক্রের ঈঙ্গিতে বা ইন্ধনে, কার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এই ধরনের প্রক্রিয়াগত ও পদ্ধতিগত ত্রুটি গুলো হচ্ছে সেটা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনার সুযোগ নিয়ে সুযোগ সন্ধানী না হয়ে সকলের এখন কর্তব্য করোনা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানো। করোনার ভবিষ্যত ভয়াবহতার কোন নিশ্চিত ধারনা বিশ্বের কারো কাছেই নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রজাতন্ত্রের কিছু কর্মচারীদের কিছু কর্মকান্ড জনসাধারণের উপর নিপীড়নের পর্যায়ে পরে কিনা সেটাও বিবেচনায় আনা উচিত।